জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন) বাংলাদেশ

জামাকন নিউজ

মানবাধিকার সবার জন্য সবখানে সমানভাবে

ঢাকা। ডিসেম্বর - ২০১৫। সংখ্যা-২

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে সকলকে একটি সমৃদ্ধ নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০১৫ উদযাপন

গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে। এ বছরে মানবাধিকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ''আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা সব সময়,'' যার উদ্দেশ্য ছিল মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি জমকালো র‍্যালির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন শুরু করে এবং ''মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। র‍্যালিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি থেকে শুরু হয়ে বাংলা একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। বাংলা একাডেমীর ''আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কনফারেন্স হলে'' আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান।

তৃতীয় পাতায় দেখুন-

মানবাধিকার দিবস ২০১৫ র‍্যালি।

''কনসাল্টেশন অন সেকেন্ড সাইকেল ইউপিআর রিকমেন্ডেশন'' শীর্ষক পরামর্শ সভা

বিশিষ্ট বক্তাগণ মাননীয় আইনমন্ত্রী এডভোকেট আনিসুল হকের (মাঝে) সাথে।

গত ৬-৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাজধানীর সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ''কনসাল্টেশন অন সেকেন্ড সাইকেল ইউপিআর রিকমেন্ডেশন'' শীর্ষক এক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ, সংক্ষেপে ইউপিআর হল জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এক অনন্য পদ্ধতি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিলে সর্বজনীন মানবাধিকার পর্যালোচনা (ইউপিআর) হয় চার বছর পরপর।

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন-

অভিযোগ ৪৯২
নিস্পত্তি ৩৯
আমলযোগ্য ৪৫৩

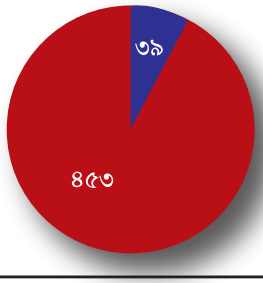

এই সংখ্যায় যা থাকছে....

কনসালেটশন অন সেকেন্ড সাইকেল ইউপিআর	২	কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫-৬
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	২	কর্মশালা	৭-৮
মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন	৩	জামাকনের পরিদর্শন	৯
মিডিয়ায় জামাকন	৪	এনজিও পার্টনারশিপ	১০
স্যুয়ো মটু	৪		
সম্পাদকীয়	৫		

''কনসালেটশন অন সেকেন্ড সাইকেল ইউপিআর রিকমেন্ডেশন'' শীর্ষক পরামর্শ সভা

...প্রথম পাতার পর

৬ ও ৭ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত এ পরামর্শ সভাটি ইউপিআর পদ্ধতির মধ্যবর্তী ধাপ। এ পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় প্রতিবেদন তৈরীর জন্য তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করা, যে প্রতিবেদনটি ২০১৭ সালে পর্যালোচনার জন্য তুলে ধরা হবে। সরকারি, নাগরিক সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতামত নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

এ্যাডভোকেট আনিসুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বটি সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নাসিমা বেগম, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব শরৎ চন্দ্র দাস, মিশন প্রধান, আইওএম; জনাব শ্রী নিবাস বি. রেড্ডি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, আইএলও। উদ্বোধনী পর্বের পর, পূর্ণ অধিবেশন শুরু হয় যেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ইউপিআর এর ফলোআপ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর সম্মানিত অতিথি বৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাতে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মনিত অবৈতনিক সদস্য নিরূপা দেওয়ান; মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মহাপরিচালক- (জাতিসংঘ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বেগম আয়েশা খানম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

সুপারিশমালা

- অবিলম্বে বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া অনুমোদন
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন
- সিডও চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬.১. (গ) এর ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার
- শিশু শ্রম বিলুপ্তিকরণ।

পরামর্শসভার ১ম দিনে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, ব্যবসা এবং মানবাধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তন, মানবপাচার প্রতিরোধ এবং সুরক্ষিত অভিবাসনের নিশ্চয়তা শীর্ষক চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সভার দ্বিতীয় দিনে শিশু সুরক্ষা; ধর্মীয়, জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম; নারীর অধিকার: সিডও সনদ ও বাংলাদেশ; ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার: প্রতিবন্ধী, দলিত, শরনার্থী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু বিষয়ে পৃথক চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধঃ গণসচেতনতামূলক কর্মসূচী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ''নারীর প্রতি সহিংসতা'' শীর্ষক এক গণজমায়েতে অংশগ্রহণ করেন যা সাঘাটা, গাইবান্ধাতে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় গণজমায়েত যা ভরতখালী বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। গণজমায়েতে ২১০০ নারী এবং ৯০০ পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে নারীর প্রতি সহিংসতার এক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন যাতে দেখা যায়, সহিংসতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে। (২০১৪ সালে ৩০, ২০১৫ সালে ২০)

তৃতীয় পাতায় দেখুন-

গণজামায়েতে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান।

জামাকন এর নতুন
ওয়েব সাইট
ভিজিট করুন
www.nhrc.org.bd

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০১৫
...প্রথম পাতার পর

মানবাধিকার দিবস ২০১৫ এর সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তাগণ।

কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। জনাব রবার্ট ওয়াটকিনস , আবাসিক সমন্বয়কারী, জাতিসংঘ; এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং জনাব শেখ কবির হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক রোকেয়া চৌধুরী সেমিনারটিতে ''মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মতন্ত্র ও মানবাধিকারঃ এ সময়ের বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধরন তুলে ধরেন; ফেসবুক, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা এবং অনলাইন মিডিয়া রেজিস্ট্রেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেমিনারটিতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খালেদ মুহিউদ্দিন, এ্যাসোসিয়েট এডিটর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন; অধ্যাপক ডঃ গীতিআরা নাসরিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব নাসির উদ্দিন ইউসুফ, মুক্তিযোদ্ধা এবং খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ
...দ্বিতীয় পাতার পর

গণজমায়েতে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমজাদ হোসেন খান, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; মোঃ ইমাম উদ্দিন কবির, উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এবং কাজী আরফান আশিক উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২টি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরই অংশ হিসেবে এই গণজমায়েত আয়োজন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রণ

গত ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল মেক্সিকোর মেরিডাতে বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১২ তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ৫১টি দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১১৮ জন প্রতিনিধি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে ''টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাঃ জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকা কী?'' শীর্ষক ''মেরিডা ঘোষণা'' গৃহীত হয়। কিভাবে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই নতুন লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জনে সহায়তা করতে পারে, মানবাধিকার সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা কি হতে পারে এ বিষয়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিনিধিদল।

সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক এবং সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খান। তাঁরা সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে মতবিনিময় করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যের মতামতকে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ গুরুত্বসহকারে শোনেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং এগুলো ইউপিআর এর অন্তর্ভূক্ত করবে, আইসিসির সহায়তায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার ওপর সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করবে এবং অন্যান্য জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করবে।

মিডিয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

''রাষ্ট্রকে নাগরিকদের স্বাধীনতা হরন করার জন্য জবাব দিতে হবে। আইন শৃঙ্খলার নামে প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিদিন ৮০-৯০ জন মানুষ গ্রেফতার করা হচ্ছে। একটি সভ্য, গণতান্ত্রিক এবং শিক্ষিত রাষ্ট্রে এটা চলতে পারে না।''

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দ্য ডেইলী স্টার, ২১ আগস্ট ২০১৫

''দেশে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হলে সরকারকে মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।''

--- অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান,চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দ্যা ডেইলী স্টার ১১ নভেম্বর, ২০১৫

''জাতি হিসেবে বাঙালিরা ধর্মীয় অনুভূতি প্রবণ কিন্তু ধর্মান্ধ নয়।তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সবাই শিয়া নন। যথাযথ শ্রদ্ধাভরে মুসলমানরা এ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।''

-অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, হোসেনি দালানে বোমা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে। দ্যা ডেইলি স্টার, ২৬ অক্টোবর, ২০১৫

স্যুয়ো মটু

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত ৫টি ঘটনায় স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করে।

অপরাধী কর্তৃক হুমকি প্রদান (মামলা নংঃ ২০/১৫)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, ধর্ষকদের হুমকিতে দিনাজপুরে গৃহবধু ঘরছাড়া। গৃহবধুটি গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ধর্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে ধর্ষকরা তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন সচিবের নিকট নোটিশ প্রদান করে। এছাড়াও দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারের নিকট ও নোটিশ প্রেরণ করে গৃহবধুকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য।

সংখ্যালঘু নারীর ওপর নির্যাতন (মামলা নংঃ ২১/১৫)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে, তুলসী রানী দাস নামক এক সংখ্যালঘু নারী আরো ৯ জনের সাথে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে আহত হন এবং পরে তার মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফেনীর পুলিশ সুপারকে নোটিশ প্রেরণ করে যেন এ মামলার অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কে অবহিত করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ ও তার পরিবারকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। পুলিশ সুপার প্রতিবেদন দেয় যে, পুলিশ মামলাটিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়েছে এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে।

শিশু নির্যাতন (মামলা নংঃ ২২/১৫)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে, ৯ বছর বয়সের একটি ছেলে ফুলচুরির দায়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খুলনার জেলা প্রশাসককে নোটিশ পাঠায় যেন অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা হয় এবং তদনুযায়ী জামাকনে প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

নারী রোগী যৌন হয়রানির শিকার (মামলা নংঃ ২৩/১৫)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে, ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালের এক কর্মচারী আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন এক নারীকে যৌন নির্যাতন করে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্যাতনকারী ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করেনি। জামাকন ইউনাইটেড হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালককে নোটিশ পাঠায় নির্যাতনকারীর শাস্তি নিশ্চিত করে জামাকনে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য।

ছোট মনি শিশু নিবাসে শিশুদের প্রতি বঞ্চনা (মামলা নংঃ ২৪/১৫)

মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে, ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত ''ছোট মনি শিশু নিবাস'' নামক এতিমখানায় শিশুরা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারনে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঢাকার জেলা প্রশাসকের নিকট নোটিশ পাঠায় যেন ঘটনাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করে।

সম্পাদকীয়ঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং মানবাধিকার

এই কোয়ার্টারে ২০১৫- পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয় যা জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নামে পরিচিত এবং যা চিরাচরিত উন্নয়ন মডেল থেকে দৃষ্টান্তমূলক স্থানান্তর নির্দেশ করে। এটা মানুষের জন্য রূপান্তরিত লক্ষ্য প্রদান করে এবং পৃথিবীকেন্দ্রীক, মানবাধিকার ভিত্তিক এবং জেন্ডার সংবেদনশীল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য প্রদান করে যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা প্রয়োজনীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কিছু নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে প্রাধান্য দেয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহকে এড়িয়ে যায়। অন্যদিকে মানবাধিকারের নীতি এবং মানদন্ডসমূহ এই নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ১৭০ জন বিশ্বনেতা নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সামিটে জমায়েত হন ২০৩০ এজেন্ডা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলির ১৭টি উদ্দেশ্য এবং ১৬৭টি লক্ষ্য আছে এবং এগুলি পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য বৈশ্বিক এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। এই এজেন্ডায় মানবাধিকারকে ব্যাপক হারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

- ❑ সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিতকরণ (উদ্দেশ্য-৩)
- ❑ সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ (উদ্দেশ্য-৪)
- ❑ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন (উদ্দেশ্য-৪)

একটি ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি, ২০৩০ এজেন্ডাটি সুশাসন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং একটি সক্রিয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের প্রতি মনোযোগ প্রদানের পাশাপাশি (উদ্দেশ্য-১৬), (উদ্দেশ্য-১৭) শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ এবং অধিকতর সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গিকারবদ্ধ।

সুতরাং এটি অর্থনৈতিক, নাগরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং উন্নয়নের অধিকারসমূহসহ সকল মানবাধিকার কে গুরুত্ব দেয়।

নতুন এজেন্ডাটি সমতা ও বৈষম্যহীনতার প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধাপূর্ণ একটি পৃথিবী কল্পনা করে যেখানে সকল রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে মানবাধিকারের সম্মান, সুরক্ষা, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত, জাতীয় এবং সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্মগত প্রতিবন্ধিতা বা অন্যান্য কোন কারণে বৈষম্য না করে মানবাধিকারের সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২০ এবং ২১শে অক্টোবর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৭ জন নতুন কর্মকর্তা তাদের প্রথম কর্মদিবসেই স্বতস্ফূর্তভাবে মানবাধিকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ পর্বটি উদ্বোধন করেন মোঃ আমজাদ হোসেন খান, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অধ্যাপক ড. লয়াল এস. সুঙ্গা- আইডিএলও বিশেষ উপদেষ্টা (মানবাধিকার এবং মানবিক আইন) এবং বিভাগীয় প্রধান, আইনের শাসন বিভাগ হেগ ইন্সটিটিউট ফর গ্লোবাল জাস্টিস। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্জাতিক আইন এবং বাংলাদেশের আইনের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ যেখানে জনাব লয়াল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন।

অধ্যাপক ড. লয়াল এস. সুঙ্গার সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে, তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি তুলে ধরেন কিভাবে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক এবং তিনি জাতিসংঘ চুক্তিবিষয়ক সংস্থা এবং বিশেষ প্রক্রিয়াসহ সনদভিত্তিক পদ্ধতি যেমন সর্বজনীন পরিবীক্ষণ পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন। আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নতুন কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে সচেতন এবং তারা বিভিন্ন বিষয় যেমন আইসিসিপিআরসহ অন্যান্য দলিল ব্যবহার করে কিভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করা যায়- এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কমিউনিটি প্রোফাইল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাগণ ফোকাসগ্রুপ আলোচনায় অংশ নিচ্ছে।

কর্মকর্তাদের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হলো মানসম্মত অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে কিভাবে প্রান্তিক ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রোফাইল তৈরি করা যায়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট হিদার এন. গোল্ডস্মিথ। এ দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাবৃন্দ কিভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রস্তাবিত বিভাগীয় অফিস সংশ্লিষ্ট এলাকায় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এ গবেষণা পদ্ধতি মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্বেগের বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করবে। এভাবে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় জনগণের উদ্বেগ নিরসনে কাজ করবে এবং তদনুযায়ী আঞ্চলিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত তরুণদের জন্য ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ'' বিষয়ক কর্মশালা

গত ৮ই ডিসেম্বর, ইউএন উইমেন এর ''অরেঞ্জ দ্যা ওয়ার্ল্ড'' শীর্ষক প্রচারণার অংশ হিসেবে ইউএনডিপি, বাংলাদেশের সহায়তায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তরুণদের জন্য কমিশন কার্যালয়ে ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ'' শীর্ষক এক কর্মশালা আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন অক্সফাম, জাগো, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এবং তিনি অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দেন যে, প্রত্যেক নারী একজন মানুষ যিনি কারো মা, কারো বোন বা সন্তান এবং তাকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে এবং তার মর্যাদার সুরক্ষা করতে হবে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নারীকে এ সমাজের একজন সমান অংশীদার হিসেবে মূল্যায়ন করে। অংশগ্রহণকারীদের মতামত হল-

- ❑ সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা প্রয়োজন।
- ❑ নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারি নীতির বাস্তবায়ন জরুরী।
- ❑ নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রথাসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক।

মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত কর্মশালা

চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সাংবাদিকদের জন্য 'মানবাধিকার সাংবাদিকতা' শীর্ষক কর্মশালা

নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় (খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি) এর জামাকন কয়েকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করা এবং সাংবাদিকদের মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয় এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

চট্টগ্রামে আয়োজিত প্রশিক্ষণটি ১৫-১৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম পিটসটপে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ২০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। ইউ এন ডি পি প্রতিনিধি মোঃ রবিউল আলম খান এবং ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এর আউটপুট সম্পাদক এএনজিএম গোলাম কিবরিয়া অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন। গণমাধ্যম ভবিষ্যতে জামাকনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে এ সম্পর্কে জামাকন এর সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খান তার সমাপনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। ১৪-১৫ নভেম্বরে বান্দরবন পৌরসভা কনফারেন্স রুমে এনজিও এজঅটঝ এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ জন সাংবাদিক এতে উপস্থিত ছিলেন। জামাকনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক মন্তব্য করেন যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চায়- পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার বিষয়গুলো গণমাধ্যমে উঠে আসুক।

ডিসেম্বরের ১-২ তারিখে খাগড়াছড়িতে জেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামাকন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান প্রশিক্ষণ সেশন উদ্বোধন করেন এবং মানবাধিকার উন্নয়নে মানবাধিকার কর্মী ও

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খানের সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দেন। চ্যানেল আই এর নিউজ এডিটর মির মাসুর জামান, জামাকনের সহকারী পরিচালক আজহার হোসেন, ইউএনডিপি প্রতিনিধি জাহিদ হোসেন এবং রবিউল আলম এই প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন।

এনজিও টুঙ্গা এর সহযোগিতায় ২২-২৩ নভেম্বরে রাঙ্গামাটিতে এসএএস ট্রেনিং রুমে প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয় যাতে ২০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সবগুলো প্রশিক্ষণ শেষে এটা দেখা যায় যে, এটি সাংবাদিকদের জন্য অনেক কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয় ছিল। প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলোকে সমন্বয় করার প্রস্তাব করা হয়; প্রশিক্ষণে নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণের সমানুপাত নিশ্চিত করা; জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতার উপর পৃথক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করা; অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গুলো কাজ করে তাদের মাধ্যমে ফলো আপ ম্যাকানিজম প্রস্তুত করা যার ফলে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং দক্ষতাকে কার্যকর এবং টেকসই করা সুযোগ সৃষ্ট হবে। এজন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিকল্পনা করেছে যে, বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করা হবে যেখানে উন্নয়ন, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মানবাধিকার কর্মীদের জন্য কর্মশালার আয়োজন

গত ১৩ এবং ১৪-ই ডিসেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে মানবাধিকার কর্মীদের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং তদন্তের কৌশলগুলোর উপর দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক মোঃ শরীফ উদ্দীন পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন। জামাকনের সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), এম. রবিউল ইসলাম জামাকনের ভূমিকা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণের প্রথম দিন মানবাধিকার এবং মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত বিষয়, রাষ্ট্রের এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জামাকনের প্রতি তাদের প্রত্যাশা এবং মতামত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মোঃ শরীফ উদ্দিনের সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সত্য অনুসন্ধান সংক্রান্ত জামাকন ম্যানুয়ালের প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়। প্রশিক্ষণটিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালী এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রতাশিত ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়। প্রথম দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জাহিদ হোসেন, বিশেষজ্ঞ (মধ্যস্থতা ও তদন্ত), ইউএনডিপি; সাঈদ আহ্মেদ, এশিয়া কোঅর্ডিনেটর, ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার; জন অসিত দাস, উর্ধ্বতন তদন্ত কর্মকর্তা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র।

মেহেরপুরে ''মানবাধিকার সংরক্ষণে জামাকনের ভূমিকা'' শীর্ষক কর্মশালা

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ''মানবাধিকার সংরক্ষণে জামাকনের ভূমিকা'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাংবাদিকবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় জামাকন এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সামনে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জামাকনের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, তাদের মতামত দেন এবং জামাকনের প্রতি তাদের প্রত্যাশার কথা বলেন। জামাকন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার হামিদুল আলম এবং সিভিল সার্জন ডঃ মজিবুল হক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। তাঁর বামে আছেন সেলিনা হোসেন, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

চুয়াডাঙ্গায় ''সবার জন্য মানবাধিকারঃ প্রসঙ্গ অস্পৃশ্যতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জামাকন আয়োজিত ''সবার জন্য মানবাধিকারঃ প্রসঙ্গ অস্পৃশ্যতা'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সাড়া দিয়ে সেমিনারটি আয়োজন করে জামাকন। জামাকন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সায়মা ইউনুস। সেলিনা হোসেন, অবৈতনিক সদস্য, জামাকন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাশিদুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আনজুম আরা, জামাকন উপ-পরিচালক কাজী আরফান আশিক, সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এম. রবিউল ইসলাম এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা, ফারহানা সাঈদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি বর্গ, তরুণ সম্প্রদায় ও ছাত্রদের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অবৈতনিক সদস্য নিরূপা দেওয়ান এবং সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খান বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং শিশু ও নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়। সকল প্রশিক্ষণের প্রাক ও পরবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং যোগাযোগ উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের ''প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ'' এর ম্যানুয়াল এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ করা হয়।

মিস নিরূপা দেওয়ান, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (মাঝে) এবং মোঃ আমজাদ হোসেন খান, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (তাঁর বামে) কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বাগেরহাটে নিহত এএসআই ইব্রাহীম মোল্লার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান এ এস আই ইব্রাহীম মোল্লার পরিবারের সাথে কথা বলেন।

গত ২৬শে অক্টোবর ২০১৫ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ঢাকার দারুস সালাম পুলিশ স্টেশনের এএসআই ইব্রাহীম মোল্লার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইব্রাহীম মোল্লা গত ২২ অক্টোবর গাবতলীতে দায়িত্বরত অবস্থায় দুস্কৃতিকারীদের হামলায় খুন হন। মাননীয় চেয়ারম্যান বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার পালপারা গ্রামে গিয়ে মরহুমের কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁর পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। ইব্রাহীমের স্ত্রী খায়রুন্নেসা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে জানান, ''ইব্রাহীম আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন। এখন আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। সন্ত্রাসীরা আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে বিধবা বানাল এবং আমার সন্তানদের এতিম বানিয়ে দিল।'' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ জানিয়েছে, ইব্রাহীমের স্ত্রী ও তাঁর ভাতিজার চাকরির সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের ফেনী সদর হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ৩০ই অক্টোবর ফেনী সদর উপজেলার মাথিয়ারা গ্রামে সরকার দলীয় এক নেতার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন তুলসী রানী দাস নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন নারী। নির্যাতনে আহত হয়ে তুলসী রানী দাস একটি মৃত নবজাতক প্রসব করে। গত ২ নভেম্বর, ২০১৫ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান তুলসী রানী দাসকে দেখতে ফেনী সদর হাসপাতালে যান। অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, ''জনগণের মনে এ সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, প্রশাসন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যেও এমন কোন দুষ্টচক্র লুকিয়ে আছে কিনা, যারা এই অপরাধীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, যে কারণে অপরাধীদের ধরা বা শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। তুলসী রানীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হাসপাতাল প্রাঙ্গন, জরুরী বিভাগ, রান্নাঘর এবং টয়লেট পরিদর্শন করেন এবং রোগী, ডাক্তার ও নার্সদের সাথে কথা বলেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের মেহেরপুর সদর হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ১৬ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মেহেরপুর সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে গিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান দেখতে পান হাসপাতালটিতে জনবল সংকট বিদ্যমান। যদিও হাসপাতালে ৪১ জন চিকিৎসক নিয়োগের মঞ্জুরি আছে, তা সত্ত্বেও মাত্র ১০ জন চিকিৎসক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার কথা থাকলেও এখনো একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে রয়ে গেছে। তাই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হাসপাতালের অবস্থার উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হকের বান্দরবন জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ১৭ই ডিসেম্বর, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক বান্দরবন জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি শিশু, নারী ও পুরুষদের ওয়ার্ড, রান্নাঘর এবং টয়লেট পরিদর্শন করেন। তিনি দেখেন যে, হাসপাতালে এনেসথেসিয়ার ঔষধ এবং এ্যাম্বুলেন্সের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও তিনি জানতে পারেন, একজন অসুস্থ ওয়ার্ড বয় যিনি ২৫ বছর যাবৎ হাসপাতালে চাকরি করেন, তিনি দারিদ্র্যের কারণে হাসপাতাল থেকে কোন চিকিৎসা সেবা পাননি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার কাছ থেকে তার জন্য সাহায্য মঞ্জুর করিয়ে নেন।

কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বান্দরবন জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও নারীপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার

নিরাপদ সন্তান প্রসব এবং মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নারীর মানবাধিকার তাই, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নারীর অধিকার সুরক্ষা করা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং নারীপক্ষ যৌথভাবে ''নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং অধিকার: আমাদের কর্তব্য'' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে।

মানবাধিকার কর্মী, নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ, গণমাধ্যম কর্মী, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অবৈতনিক সদস্য অধ্যাপক মাহফুজা খানম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সামিয়া আফরিন, সদস্য, নারীপক্ষ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রাণ গোপাল দত্ত, মাননীয় উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

নারীপক্ষ একটি সদস্যভিত্তিক নারী সংগঠন যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য এবং অন্যায় প্রতিরোধে সোচ্চার। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নারীপক্ষ প্রতি মঙ্গলবার সভার আয়োজন করে যেখানে এ বিষয়গুলি সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ আলোচনাগুলো নারীপক্ষের কর্মসূচী যেমন প্রচারণা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, গবেষনা, লবিং এবং এডভোকেসির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

নারীপক্ষের মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। নারী পক্ষ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নারীর অধিকার সম্পর্কিত কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত নারীর অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত ঘটনায় কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। উল্লেখ্য, নারীপক্ষের সদস্য বেগম রওশন আরা গত ৭ই ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ''ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ'' এর আওতায় ''নারীর অধিকার: সিডওর ওপর বাংলাদেশের সমর্থন'' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. মিজানুর রহমান
পৃষ্ঠপোষক বৃন্দ
কাজী রিয়াজুল হক
অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সেলিনা হোসেন
এডভোকেট ফাউজিয়া করিম ফিরোজ
আরমা দত্ত
নিরুপা দেওয়ান

সম্পাদনা পরিষদ:
নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আমজাদ হোসেন খান
সহকারী নির্বাহী সম্পাদক
ফারহানা সাঈদ
সহকারী সম্পাদক
মোঃ সাজ্জাতুর রহমান
সোনজা মোরোজ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ
গুলফেঁশা প্লাজা (১১ এবং ১৩ তলা)
৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
হেল্প লাইন: ০২-৯৩৪৭৯৭৯
ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট www.nhrc.org.bd